|  |
| --- |
| **স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল একটি সুস্থ জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্য বিমোচন ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য শক্তিশালী এবং কার্যকরী স্বাস্থ্যখাতের বিকল্প নেই। সুস্থ সবল ব্যক্তিরাই কেবল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনবল সৃষ্টির প্রয়াসেই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে। নারী-পুরুষ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যাবতীয় পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করছে এবং অধীন সংস্থা ও বিভাগসমূহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করছে। নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমরূপী ও সমপরিমাণ সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে সেবিকা হিসেবে এমনকি অস্ত্রোপচারকারীর ভূমিকায়ও নারীর স্বাচ্ছন্দ্য অংশগ্রহণের প্রতি স্বাস্হ্যসেবা বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। নারী সেবাদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিকমাত্রায় নারীদের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ক) এবং ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে সকলের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সমভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় অন্যান্য যে নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে সেগুলো হলো−National Population Policy-2012, Healthcare Financing Strategy 2012-2032, Gender Equity Strategy-2014, National Nutrition Policy-2015, National Drug Policy-2016, Bangladesh National Strategy for Maternal Health 2015-30, National Strategy for Adolescent Health-2017।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা এবং বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

National Population Policy-2012 নারীর অগ্রযাত্রায় নিম্নের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে :

* 1. শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নততর করা;
	2. লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জোরদার করা;
	3. সকল সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসূচিতে লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মকৌশল প্রণয়ন করা;
	4. নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা রোধ করা এবং একই সাথে নারী ও শিশু পাচার এবং তাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা; এবং
	5. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে নারী এবং পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সিভিল সার্জন | 57 | 54 | 3 | 5.৩ |
| ডেপুটি সিভিল সার্জন | 21 | 20 | 1 | 4.৮ |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | 467 | 437 | 30 | 6.৪ |
| আবাসিক মেডিকেল অফিসার | 165 | 153 | 12 | 7.৩ |
| ডেন্টাল সার্জন  | 336 | 204 | 132 | 39.৩ |
| মেডিকেল অফিসার | 17 | 14 | 3 | 17.৭ |
| নার্স | 1,545 | 28 | 1,517 | 98.২ |
| **মোট :** | **2,608** | **910** | **1,698** | **65.1** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

চলমান অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০,৫৮৬ জন। তন্মধ্যে ৬,২৩৬ জন নারী অর্থাৎ মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ নারী। নার্সিং-এ মাস্টার্স, বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সে সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও ইনস্টিটিউটে মোট ৪০,৮৬০টি আসনের মধ্যে ৩৬,৭৭৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা মোট আসনের ৯০ শতাংশ।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| ১. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান | কমিউনিটি ক্লিনিককেন্দ্রিক কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ কার্যকর করায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা | সাধারণ জনগণের পাশাপাশি নারীদেরও সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।  |
| ৩. বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা | সাধারণ জনগণের পাশপাশি নারীদেরও উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারীরা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাচ্ছে।  |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | শিশুমৃত্যুর হার (৫ বছরের নিম্নে) | প্রতি হাজার জীবিত জন্মে | ২৮ | ২৮ | ২৮ |
| ২. | মাতৃমুত্যুর হার | প্রতি হাজার জীবিত জন্মে | ১.৬৫ | ১.৬৩ | ১.৬৭ |
| ৩. | দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব | প্রতি একশত | ৫৯ | ৫৯ | ৫০ |
| ৪. | মোট প্রজনন হার (টিএফআর) | প্রতি মহিলা | ২.০৪ | ২.০৪ | ২.০২ |
| ৫. | শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নিচে) | প্রতি একশত | ২৮ | ২৮ | ২৮ |
| ৬. | সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ  | শতকরা হার | ৮৩.৯ | ৮৩.৯ | ৯৯.৮ |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে চলছে। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ সেবাগ্রহীতা নারী ও শিশু। ১,১২৬টি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এর হার বাড়ছে। নার্সিং পেশার গুরুত্ব বিবেচনায় নার্সদের গ্রেড এক ধাপ উন্নত করে ২য় শ্রেণি করা হয়েছে। ৩২টি সরকারি হাসপাতালে ‘নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি’ চালু করা হয়েছে যেখানে মহিলাদের জন্য দ্রুত মানসম্মত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি রায়ের প্রেক্ষিতে Health Care Protocol প্রস্তুত করা হয়েছে যা Health Sector Response to Gender Based Violence-Protocol নামে অভিহিত। এ প্রটোকলটি মৌলভীবাজার ও জামালপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রটোকলের মাধ্যমে Gender Based Violence সম্পর্কিত সেবার বিষয়ে ‘Encouragement’ থেকে ‘Enforcement’-এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য সেক্টরে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে, পাশাপাশি Medico-legal পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আসবে সময়োপযোগী পরিবর্তন।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
* ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রের অপ্রতুলতা, বেসরকারি কেন্দ্রে C-Section-এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া, বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত সেবার অনিশ্চয়তা এবং কার্যকর রেফারেলের অভাব;
* বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকি। উপরন্তু এটি প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ যা কি না মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ায়;
* লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা খাতের সক্ষমতা আশানুরূপ নয় যা কি না HNP সেবা উন্নতির বাধাস্বরূপ; এবং
* কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংশ্লিষ্টতা কম।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে আরও অর্থের সরবরাহ বাড়িয়ে মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ ব্যয় কমিয়ে আনা। নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা;
* কিশোরী স্বাস্থ্যসেবাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করা, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
* নীতি নির্ধারকদের সুবিধার্থে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিয়মিত করা এবং এর ব্যবহার পরিধি বাড়ানো;
* নারীদের জন্য যৌন হয়ারানিমুক্ত কর্মস্থল ও কর্ম পরিবেশ; এবং
* দুর্গম এলাকায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও চলমান রাখার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করা।